প্রাচীন ভারতীয় তাল-পদ্ধতি [Ancient Indian Tāla system]

(i) মার্গ-তাল পদ্ধতি [Mārga Tāla system]

'মার্গ' শব্দের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে পথ, অন্বেষণ ইত্যাদি। শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ হচ্ছে— 'মৃজ্' ধাতু + ঘঞ্' প্রত্যয়। 'মৃজ্' ধাতুর অর্থ অন্বেষণ করা। অতঃপর 'মার্গ-তাল' বলতে বোঝায় এক শ্রেণীর তাল যা অন্বেষণ বা গবেষণার দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল। এই প্রকৃতির তাল পদ্ধতি অতি প্রাচীনকালে গন্ধর্ব-জাতির সংগীত জ্ঞানীদের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল।

মার্গ-তালের কতকগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য ছিল সেগুলি হচ্ছে— মাত্রা, তালাঙ্গ, কলা, মার্গ, ক্রিয়া, পাট, তাল-জাতি প্রভৃতি। প্রাচীনকালে মার্গ-তাল ছিল মাত্র পাঁচটি, যথা— (i) চচ্চৎপুটঃ, (ii) চাচপুটঃ, (iii) ষট্‌পিতা-পুত্রকঃ, (iv) সংপক্কেষ্টাকঃ, (v) উদ্‌ঘট্টঃ। তালের এই নামগুলি বিশ্লিষ্ট করলেই তালের কাঠামোটি পাওয়া যেত। তাল-নামের এই আক্ষরিক বিশ্লেষণকে প্রাচীন পরিভাষায় বলা হতো 'যথাক্ষর'। যেমন—

	তাল-নাম	যথাক্ষর	তালাঙ্গ
১.	চচ্চৎপুটঃ	চৎ + চৎ + পু + টঃ	S S I S' [গুরু, গুরু, লঘু, প্লুত]
২.	চাচপুটঃ	চা + চ + পু + টঃ	S I I S [গুরু, গুরু, লঘু, গুরু]
৩.	ষট্‌পিতাপুত্রকঃ	ষট্ + পি + তা + পু + ত্র + কঃ	S'I S S I S' [প্লুত, লঘু, গুরু, গুরু, লঘু, প্লুত]
৪.	সংপক্কেষ্টাকঃ	সং + পক্ + কেষ্ + টা + কঃ	S S S S S' [৫টি গুরু]
৫.	উদ্‌ঘট্ট	উদ্ + ঘট্ + টঃ	S S S [৩টি গুরু]

প্রাচীন মার্গ-তালের ক্ষুদ্রতম সময়-পরিমাপক একক ছিল 'লঘু'-মাত্র, যার ব্যাপ্তি (Duration) ছিল "ক,চ,ট,ত,প" এই পাঁচটি বর্ণ বা অক্ষরের দ্রুত উচ্চারণ-কাল। দুটি লঘু-মাত্রার সমান ছিল এক 'গুরু'-মাত্রা। অর্থাৎ দশটি বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ কাল। লঘু-মাত্রার তিন-গুণ ছিল এক 'প্লুত'-মাত্রা। অর্থাৎ পনেরোটি বর্ণের দ্রুত উচ্চারণ-কাল।

তালের লঘু-গুরু-প্লুত মাত্রার চিহ্নগুলিকে বলা হতো 'তালাঙ্গ'। যেমন—

লঘু-মাত্রা = ৫টি বর্ণের দ্রুত-উচ্চারণ কাল = তালাঙ্গ I [প্রায় ১ সেকেন্ড]

গুরু-মাত্রা = ১০টি বর্ণের দ্রুত-উচ্চারণ কাল = তালাঙ্গ S [প্রায় ২ সেকেন্ড]

প্লুত-মাত্রা = ১৫টি বর্ণের দ্রুত-উচ্চারণ কাল = তালাঙ্গ S' [প্রায় ৩ সেকেন্ড]

মার্গ-তালের অঙ্গগুলিকে গুরু-মাত্রায় (S) রূপান্তর করার রীতিকে বলে 'কলা'-প্রয়োগ। কলা-প্রয়োগ তিন প্রকার হয়ে থাকে, যথা— (i) এক-কল, (ii) দ্বি-কল, এবং (iii) চতুষ্কল। তালের প্রত্যেক বিভাগে একটি মাত্র 'কলা' বা গুরু-মাত্রার প্রয়োগকে এক-কল, দুটি কলার বা দুটি গুরু-মাত্রার প্রয়োগকে দ্বি-কল, এবং চারটি কলার বা গুরু-মাত্রার প্রয়োগকে চতুষ্কল বলে। যেমন—

তাল-নাম	তালাঙ্গ	এক-কল	দ্বি-কল	চতুষ্কল
১. চচ্চৎপুট : [৮লঘু = ৪ গুরু]	SSIS'	S/S/S/S	SS/SS/SS/SS	SSSS/SSSS/SSSS/SSSS
২. চাচপুট : [৬ লঘু = ৩ গুরু]	SIIS'	S/S/S	SS/SS/SS	SSSS/SSSS/SSSS

৩. ষট্‌পিতাপুত্রক: S'ISSIS' SS/SS/SS/SS/SS/SS

[১২ লঘু = ৬ লঘু] S/S/S/S/S/S SSSS/SSSS/SSSS/SSSS/SSSS/SSSS

৪. সংপক্কেষ্টাক : SSSSS SS/SS/SS/SS/SS

[১০ লঘু = ৫ গুরু] S/S/S/S/S SSSS/SSSS/SSSS/SSSS/SSSS

৫. উদঘট্ট : SSS S/S/S SS/SS/SS SSSS/SSSS/SSSS

[৬ লঘু = ৩ গুরু]

মার্গ-তালের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে "মার্গ"। গান্ধর্ব-তালে তিনটি মার্গ ছিল, যথা— চিত্র, বৃত্তি বা বার্তিক এবং দক্ষিণ। মার্গ-প্রয়োগ দ্বারা তালের কলার মূল্যমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো হয়ে থাকে। উপরোক্ত আলোচনায় আমরা জেনেছি, মার্গ-তালের এক-কলার মূল্যমান = ১টি গুরু (S), অর্থাৎ ২ লঘু। এখন, বিভিন্ন মার্গে তালের একটি কলার (S) কিভাবে মূল্যমান পরিবর্তিত হয় তা দেখানো হচ্ছে—

কলা	চিত্র-মার্গ	বৃত্তি বা বার্তিক মার্গ	দক্ষিণ-মার্গ
S	২ লঘু = ১ গুরু	৪ লঘু = ২ গুরু	৮ লঘু = ৪গুরু
	II = S	IIII = SS	IIIIIII = SSSS
	(প্রমাণ-কলা বা standard value)	[দ্বিকল]	[চতুষ্কল]
	[এক-কল]		

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'কলা'-র সঙ্গে 'মার্গ'-এর একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এর পর মার্গ-তালের "ক্রিয়া" নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। তালের 'ক্রিয়া' বলতে বোঝায়— তালের বিভাগ কিংবা কলা বোঝানোর জন্য হাত এবং আঙুলের সঞ্চালন। এই ক্রিয়া মুখ্যত: দু'রকম— (i) সশব্দ ক্রিয়া, এবং (ii) নিঃশব্দ ক্রিয়া। সশব্দ ক্রিয়ায় শব্দ হবে, কিন্তু নিঃশব্দ হস্ত-ক্রিয়ায় কোনো শব্দ হয় না। সশব্দ-ক্রিয়াকে "পাত" এবং নিঃশব্দ-ক্রিয়াকে "কলা" বলা হতো। 'পাত' বলা হয়েছে এইজন্য যে, ডানহাতে "তুড়ি" মেরে হাতকে নিচে (মাটির দিকে) নামিয়ে রাখতে হতো। একে "ধ্রুব"-পাত বলা হতো। ডানহাতের তালুতে বাঁহাত দিয়ে আঘাত করাকে বলে "শম্যা"। ঠিক উল্টোটা করলে, অর্থাৎ বাঁহাতের তালুতে ডানহাত দিয়ে আঘাত করলে হতো "তাল"। দু'হাত দিয়ে নমস্কার করার ভঙ্গিতে তালি দিলে তাকে বলতো "সংনিপাত" বাকী সব হস্তক্রিয়া নিঃশব্দ-ক্রিয়া। চার প্রকার নিঃশব্দ-ক্রিয়া [মার্গ-তালের ক্ষেত্রে] প্রাচীন সংগীতশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে, যথা— (i) আবাপ (ডান-হাত প্রসারিত করে হাতের আঙুলগুলি কুঁচকে কোলের দিকে টেনে আনা); (ii) নিষ্ক্রাম ('আবাপ' অবস্থায় হাতের চেটো উল্টে দিয়ে আঙুলগুলি ছড়িয়ে দেওয়া)। (iii) বিক্ষেপ ('নিষ্ক্রাম' অবস্থায় ডানদিকে হাত ঝাড়া); (iv) প্রবেশ (বিক্ষেপ অবস্থায় চেটো নিচু করে আঙুলগুলি কুঁচকানো)।

এখন একটি ছকের সাহায্যে মার্গ-তালের হস্তক্রিয়াগুলিকে সাজালে এইরকম হবে—

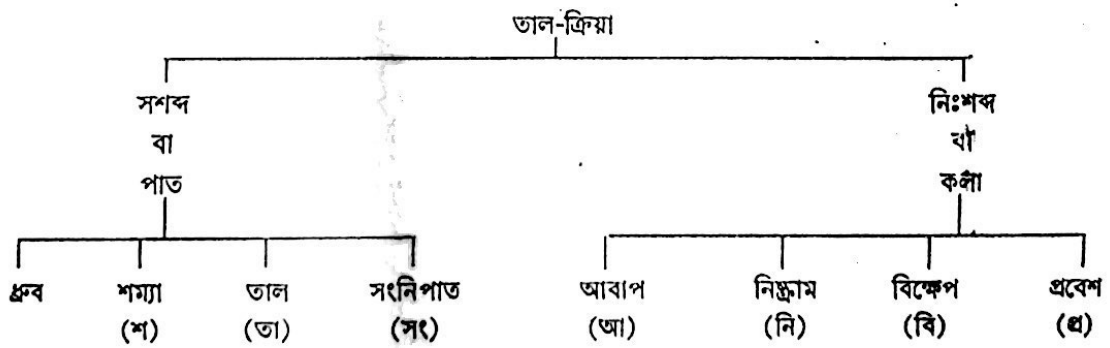

এবরে মার্গ-তালগুলির মধ্যে "চচ্চৎপুট:" তালটিকে বিভিন্ন কলায় কিংবা মার্গে হস্তক্রিয়া শাস্ত্রে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা নিম্নে দেখানো হচ্ছে :

চচ্চৎপুট : (ক) এক-কল চচ্চৎপুট: S । S । S । S

শ তা শ তা

অথবা তা শ তা শ

কলিপত ঠেকা : ধা তিরিকিট ধিন্ তিরিকিট । তা কৃধতিট্ট । ধা গদিগন

\+ ২ ৩ ৪

(খ) দ্বি-কল চচ্চৎপুট : S S । S S । S S । S S

নি শ নি তা শ প্র বি সং

কল্পিত ঠেকা : ধা দেন্ তিরি কিট । ধিন্ তা তির কিট । তা তিন্ কৃধ তিট । ধা দেন্ গদি গন

\+ ২ ৩ ৪